মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে আভিযানিক কার্যক্রম পরিচালিত

মেহেরপুর জেলার গাংনী থানা কর্তৃক পরিচালিত এ অভিযানের অংশ হিসেবে গত ২৪ ঘন্টায় বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে ০৫(পাঁচ) জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেনঃ-
মোঃ শিপন মিয়া (৪০) পিতা- মোঃ আবু তালেব, মাতা- বেলাজান, সাং- গাড়াবাড়ীয়া, থানা-গাংনী, জেলা-মেহেরপুর (সভাপতি, তাঁতীলীগ, কাথুলী ইউপি) (গাংনী থানার মামলা নং ১১(৮)২৪ মুলে গ্রেফতার)। মোঃ হাফিজুর রহমান (৫৬) পিতা- মৃত হাসেম, মাতা- মৃত হালিমা খাতুন, সাং- পীরতলা বিলপাড়া, থানা-গাংনী, জেলা-মেহেরপুর (সেক্রেটারী, কৃষকলীগ, কাজীপুর ইউপি) (গাংনী থানার মামলা নং ১১(৮)২৪ মুলে গ্রেফতার)। মোঃ সোহরাব হোসেন, পিতা- মৃত সৈয়দ আলী, সাং- বামন্দী, থানা- গাংনী, জেলা- মেহেরপুর (সি আর ৯০/২৫ গ্রেফতারী পরোয়ানা মূলে গ্রেফতার)। আকলিমা খাতুন, স্বামী- মোঃ শফিকুল ইসলাম, সাং- ধানখোলা উত্তরপাড়া, থানা- গাংনী, জেলা- মেহেরপুর। (সি আর ৯৪২/২৪ পরোয়ানা মূলে গ্রেফতার)। মোঃ লাল্টু বিশ্বাস (৪৩) পিতা- মৃত আক্কাছ আলী, সাং- লক্ষীনারায়নপুর (ধলা), থানা- গাংনী, জেলা- মেহেরপুর। (গাংনী থানার মামলা নং ১১(৪)২৫ মুলে গ্রেফতার)

গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে। জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে।

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে জনবল সঙ্কটে কার্যক্রমে স্থবিরতা

দেড় বছর ধরে জনবল সঙ্কটে কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে। উন্নয়ন মূলক কাজ তদারকি ও দাপ্তরিক নানা সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। বারবার এ দপ্তর থেকে জনবলের চাহিদা পাঠানো হলেও কাঙ্খিত পদায়ন করা হচ্ছে না।

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে জানা গেছে, সহকারী প্রকৌশলী থেকে অফিস সহায়কসহ ১৪টি পদ শুন্য রয়েছে। এর মধ্যে সহকারী প্রকৌশলী থাকার কথা ৪ জন সেখানে আছেন একজন। উপসহকারী প্রকৌশলীর দুটো পদই শুন্য।

সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, হিসাবরক্ষক, উচ্চমান সহকারী, কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ক্যাশ সরকার পদ শুন্য রয়েছে।

অফিস সহায়কের দুটি পদই শুন্য। এতগুলো শুন্য পদ বিপরীতে কয়েকজন দিন হাজিরা পারিশ্রামিক দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে হচ্ছে। যার জন্য ব্যয় হচ্ছে অর্থ।

এলাকার ঠিকাদাররা অভিযোগ করে জানান, অনেক গুলো পদ শুন্য থাকায় চলমান প্রকল্পের কাজগুলো ইঞ্জিনিয়াররা ঠিকমত পরিদর্শন করতে পারেন না। যার জন্য প্রকল্পগুলো শেষ করতে দেরি হচ্ছে । এছাড়া অফিসে হিসাবরক্ষক না থাকায় ঠিকমত বিলও পাওয়া যাচ্ছে না। দ্রুত শুন্য পদে পদায়ন দিয়ে এসকল সমস্যার সমাধান করার দাবী জানান তারা।

হিসাবরক্ষক ও ক্যাশ সরকার না থাকায় সহকারী হিসাব রক্ষক রিয়াদ হোসেনকে একাই করা লাগছে তিনজনের কাজ। যার ফলে স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। অনেক বেশি সময় এক কাজে ব্যয় হচ্ছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান খান এন্টারপ্রাইজ। প্রতিষ্ঠানটির স্বত্ত্বাধিকার আসলাম খান পিন্টু বলেন, ২৪ লাখ টাকা ব্যয়ে মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুলে মেরামতের একটি কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের

ইঞ্জিনিয়ার না থাকায় কাজ হ্যাণ্ডওভার দেওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া অফিসেও লোকবল সঙ্কট থাকা নানা সন্মুখিন হতে হচ্ছে।

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো: রাকিব আহসান বলেন, এ অফিস থেকে বেশ কয়েকজন অন্যত্র চাকরি পেয়ে অব্যহতি নেওয়ায় এ শুন্য পদ সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকবার হেডঅফিসে চাহিদা পাঠানো হয়েছে জনবল পদায়ন চেয়ে। এখনো পদায়ন করা হয়নি। যার ফলে সাময়িক বিড়ম্বনার সৃষ্টি হচ্ছে।

জানা গেছে, বর্তমানে মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে জেলার বিভিন্ন এলাকায় ১৪টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। লোকবল নিয়োগ না হলে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পগুলো শেষ না হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

গাংনীতে ‘সান্ধ্যকালীন হোম ভিজিট’ কার্যক্রমে ইউএনও

এসএসসি, দাখিল ও সমমান পরীক্ষা উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের খোঁজখবর নিতে রাতের আঁধারে শিক্ষার্থীদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে লেখাপড়ার খোজ নিতে যাচ্ছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) প্রীতম সাহা।

শিক্ষার জন্য নিবেদিত এ প্রশাসনিক কর্মকর্তা ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বালাতে নিজের দায়িত্ববোধ থেকে ছুটে চলেছেন উপজেলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই প্রীতম সাহা শুধু প্রশাসনিক কাজেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং উপজেলায় শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে গ্রহণ করেছেন একাধিক ব্যতিক্রমী কার্যক্রম। তারই অংশ হিসেবে তিনি শুরু করেছেন ‘সান্ধ্যকালীন হোম ভিজিট’ কার্যক্রম।

মার্চ মাসের শুরু থেকেই প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত

তিনি উপজেলার বিভিন্ন এলাকার এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার্থীদের বাড়িতে যাচ্ছেন। উদ্দেশ্য একটাই—পরীক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগী করে তোলা, সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ এবং অভিভাবকদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করা।

হোম ভিজিটকালে ইউএনও প্রীতম সাহা শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেন, তাদের পরীক্ষার প্রস্তুতির খোঁজ নেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি অভিভাবকদেরও পরামর্শ দেন কীভাবে সন্তানদের আরও ভালোভাবে পড়াশোনায় মনোযোগী করা যায়। এছাড়াও পরীক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করছেন প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও উপহার সামগ্রী, যা শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করছে।

এমন একটি উদ্যোগে অভিভাবকদের মধ্যে স্বস্তি ও সন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়েছে। তারা বলছেন, একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তার এমন সরাসরি সম্পৃক্ততা নিঃসন্দেহে শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

একজন অভিভাবক বলেন, “ইউএনও স্যার আমাদের বাসায় এসে সন্তানদের পড়ালেখার খোঁজ নিয়েছেন, এটা আমাদের জন্য খুব গর্বের ও আনন্দের। এতে আমরা যেমন উৎসাহিত হয়েছি, তেমনি সন্তানরাও আরও মনোযোগী হচ্ছে।

একজন শিক্ষার্থী জানায়, ইউএনও স্যারের উপহার এবং উৎসাহে আমরা অনেক অনুপ্রাণিত হয়েছি। এখন পড়াশোনায় আরও মনোযোগ দিচ্ছি। গাংনী উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক বলেন, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, ইউএনও মহোদয়ের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। তার সান্ধ্যকালীন হোম ভিজিট কার্যক্রম অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও গ্রহণযোগ্য।

ইউএনও প্রীতম সাহা বলেন, “আমাদের লক্ষ্য শুধু প্রশাসনিক দিক নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনা। এই উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনিটরিং, উৎসাহ প্রদান এবং শিক্ষার প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধিই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের শিক্ষার্থীরা যদি বইমুখী হয়, নিয়মিত পড়াশোনা করে, তাহলে তারা ভবিষ্যতে আরও ভালো করবে। এ কার্যক্রম চলমান থাকবে এবং ভবিষ্যতে আরও সম্প্রসারিত হবে।”

গাংনী উপজেলার সচেতন মহল, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ এলাকাবাসী এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলছেন—এ রকম

উদ্যোগ অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে গাংনী উপজেলায় শিক্ষার মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত কার্যক্রম পর্যালোচনা শীর্ষক সমন্বয় সভা

মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে গ্রাম আদালত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও করণীয় শীর্ষক অর্ধবার্ষিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (তৃতীয় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এই সভার আয়োজন করে।

মঙ্গলবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় স্থানীয় সরকার উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের রিসোর্স পার্সন ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (স্থানীয় সরকার) মো. রনি আলম নুর, সরকারি সহকারী পরিচালক মো. আবীর হোসেন, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা ওয়েব ফাউন্ডেশনের ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার মো. আসাদুজ্জামান, স্থানীয় সরকার প্রশাসনিক রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তা মো. আব্দুল হামিদ প্রমুখ।

এই সমন্বয় সভায় গ্রাম আদালতের কার্যক্রমের বর্তমান অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং ভবিষ্যতে আরও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত কার্যক্রমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সমন্বয় সভা

“গ্রাম আদালত কার্যক্রম” সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরিতে প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনায় মেহেরপুরে স্থানীয় অংশীজনদের সাথে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে আজ মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

সভায় বক্তারা গ্রাম আদালতের কার্যক্রম ও এর উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে স্থানীয় অংশীজনদের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং প্রচার কার্যক্রম আরও কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন।

এছাড়াও এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান, সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আবীর হোসেন, সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল আমিন (ধুমকেতু), জেলা তথ্য অফিস আবদুল্লাহ আল মামুন, ডি এম মোঃ আছাদুজ্জামান, প্রোগ্রাম ও ফাইনান্স মোঃ শাহাজুল ইসলাম, ব্র্যাক জেলা সমম্বয়ক শেখ মনিরুল হুদা, জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুল মূনীরসহ জেলার বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা ও অংশীজনরা অংশগ্রহণ করেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেয়াল লিখন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান ও দেয়াল লিখন এবং বিভিন্ন চিত্রের ছবির মাধ্যমে দেওয়ালের সৌন্দর্য ফেরাতে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৫ আগস্ট) সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত হাসপাতাল প্রাঙ্গণের ফুলের বাগানসহ বিভিন্ন স্থানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান চালানো হয় এবং নতুন ভবনের নিচের দেয়াল গুলোর সৌন্দর্য বর্ধন ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে রং তুলিতে ফুটিয়ে তোলা হয় দেশের মানচিত্র জাতীয় পতাকা সহ ডাক্তার নার্সদের নিয়ে সুন্দর উক্তি ।

চুয়াডাঙ্গা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রোভার স্কাউট, সেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন বাঁধন, রেড ক্রিসেন্ট , বি এন সি সি ও সংযোগ সহ এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সকল স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ কাজ করেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেয়াল লিখন ও ছবির আর্ট কর্মসূচিতে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান দেয়াল লিখন ও ছবি আর্ট এর বিষয়ে জানতে চাইলে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের সিনিয়র রোভার মেট সাকিব বিশ্বাস বলেন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের পতন ঘটেছে। তারই ধারাবাহিকতায় দেশের সকল স্থানের প্রশাসনিক কার্যক্রম দুর্বল হয়ে পড়েছে । দেশের এই ক্রান্তিকাল সময়ে যারা ইতিপূর্বে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে এবং মানুষের পাশে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যারা কাজ করছে এমন কয়েকটি সংগঠন মিলে আমরা একসাথে কাজ করছি । আর শুধু যে আমরা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনই কাজ করছি এমন নয় আমাদের সাথে সাধারণ শিক্ষার্থীর সহ সাধারণ মানুষও কাজ করছে। হাসপাতালে সকল প্রকার কর্মকান্ড এবং দুর্নীতি রোধ করতে উপদেষ্টা সহ আমর একটা মনিটরিং টিম গঠন করেছি।সেই মনিটরিং টিমের উপদেষ্টা সেচ্ছাসেবকবৃন্দ প্রতি সপ্তাহে হাসপাতালে মনিটরিং কার্যক্রম গুলো করবে। সাথে হাসপাতালের উন্নয়নের স্বার্থেও তারা কাজ করবে। আমরা যারা ইতিপূর্বে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছি তারা সব সময় প্রস্তুত আছি

চমৎকার চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল এবং চমৎকার চুয়াডাঙ্গা গড়ার স্বার্থে ।দেশের ট্রাফি সেবা সহ বিভিন্ন সেবাধর্মী কাজ করে চলেছে আমাদের স্বেচ্ছাসেবক ভাই ও বোনেরা।

এ সময় তিনি আরও বলেন, আমরা চাই চুয়াডাঙ্গার অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সহ সকল শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ আমাদের পাশে থাকেন এবং আমাদের কাজে সহযোগিতা করেন। চমৎকার চুয়াডাঙ্গা গড়ার প্রত্যয়ে আমরা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি এবং সেগুলো প্রতিনিয়ত বাস্তবায়ন করার চেষ্টা চালিয়ে যাবো। আমাদের এই সকল কাজ ধারাবাহিকভাবে চলমান থাকবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন শাহরিয়ার সিয়াম, সজীবুল ইসলাম, সাফাতুল ইসলাম, তামান্না, ফিরোজ, সামিউল, সৌরভ, মুসফিকুর, আকাশ, মিকাইল, সাদ, তামান্না, রিজিয়া, মাওয়া, সর্ণা, মাহিন, সাদিয়া, সিনিকদিয়া সহ সাধারণ শিক্ষার্থীরা ও সেচ্ছাসেবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পেন কালচারের মাধ্যমে সমাজ ভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রমের উদ্বোধন

ভৈরদ নদে গোভীপুর অংশে পেন কালচারের মাধ্যমে সমাজ ভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার (২২ জুলাই) সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মাছের পোনা উপমুক্ত করে পেন কালচারের মাধ্যমে সমাজ ভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

এসময় মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিউজা-উল জান্নাহ, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা রোকনুজ্জামান, সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো জাকির হোসেনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পেন কালচারের মাধ্যমে সমাজ ভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রমে ভৈরব নদের গোভীপুর থানার ঘাট ব্রিজ থেকে গোভীপুর মাদ্রাসা পযন্ত পরীক্ষামূলকভাবে সমিতির মাধ্যমে মাছ চাষ করা হবে। নেটিং পদ্ধতির এই মাছ চাষে ভৈরব নদের কচুরিপানা পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে সমস্ত ব্যায়ভার সমিতি করবে। এক্ষেত্রে সরকারকে কোন রাজস্ব দিতে হবে না।পরীক্ষামূলকভাবে এই অংশে যদি সুফল বয়ে আনে তাহলে ভৈরব নদের পুরো অংশে একই পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হবে বলে জানানো হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগ ভৈরব নদে পেন কালচারের মাধ্যমে সমাজ ভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদে চলছে নতুন ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রম

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলছে নতুন ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রম। সারিবদ্ধ ভাবে লাইন দিয়ে যুবক-যুবতীরা নতুন ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

জানাগেছে জেলা নির্বাচন অফিস এর আন্ডারে অস্থায়ী নিয়োগে টিম লিডার মিজানুর রহমানের তত্ত্বাবধানে মোট ৮ জন সদস্যের মাধ্যমে চলছে নতুন ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রম। এই টিমে কাজ করছেন যথাক্রমে- শাকিবুর রহমান, সাউদা, ইকবাল, রকিবুল, ইকরামুল, ইয়ামিন, রাশেদ ও প্রিন্স।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী আনুষ্ঠানিক ভাবে নতুন ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের সচিব শামীম রেজা সহ সকল ইউপি সদস্য বৃন্দ।

১০ তারিখ সকাল ৮টা থেকে শুরু করে ১৫ তারিখ পর্যন্ত টানা ৬ দিন

চলবে এই কার্যক্রম। ১২ তারিখ ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড, ১৩ তারিখ ৭ নং ওয়ার্ড, ১৪ তারিখ ৮ নং ওয়ার্ড ও ১৫ তারিখে ৯ নং ওয়ার্ডের নতুন ভোটার হালনাগাদ হবে। ১৬ এবং ১৮ তারিখ ওপেন ডে। এই দুই দিন দামুড়হুদা উপজেলার যে সকল নতুন ভোটার বাদ পরেছে তারা অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

অর্থাৎ বাদ পড়া সকল ভোটার অংশ গ্রহণ করতে পারবে। প্রথম দিন নারী পুরুষ সহ মোট ৩৬৫ জন নতুন ভোটার হন। এর মধ্যে নারী ১৫৩ জন এবং পুরুষ ২১১ জন। গতকাল ৩৯৭ জন নতুন ভোটার হালনাগাদ হয়। এর মধ্যে নারী ২০৯ জন এবং পুরুষ ১৮৮ জন। গত দুই দিনে নারী পুরুষ সহ মোট ৭৬২ জন নতুন ভোটার হালনাগাদ হয়। এর মধ্যে মোট নারী ৩৬২ জন এবং মোট পুরুষ ৩৯৯ জন।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী বলেন, যুবক-যুবতীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে লাইন দিয়ে নতুন ভোটার হালনাগাদে অংশ গ্রহণ করেন। যতক্ষণ নতুন ভোটার লাইনে ছিল ততক্ষণ কার্যক্রম চলছে সর্বশেষ কার্যক্রম চলছে সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা পর্যন্ত।